ওয়াকফ নামা দলিলের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ:

ওয়াকফ হলো ইসলামী আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান, যার মাধ্যমে কোনো সম্পত্তি ধর্মীয়, শিক্ষাগত বা জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য স্থায়ীভাবে উৎসর্গ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে ওয়াকফ সম্পত্তি ও দলিল সংক্রান্ত বিষয়গুলি ভারতের ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ এবং পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ডের নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

১. ওয়াকফের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য

সংজ্ঞা: ওয়াকফ হলো এমন একটি সম্পত্তি বা সম্পদ যা মুসলিম আইন অনুযায়ী স্থায়ীভাবে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করা হয়, যার আয় বা সুবিধা ধর্মীয়, শিক্ষাগত বা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহৃত হয়।

- **উদ্দেশ্য:**
  - ধর্মীয় কার্যক্রম: মসজিদ, কবরস্থান, ঈদগাহ রক্ষণাবেক্ষণ।
  - শিক্ষা প্রচার: মাদ্রাসা, স্কুল, লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা।
  - জনকল্যাণ: দরিদ্রদের সাহায্য, হাসপাতাল, এতিমখানা ইত্যাদি।
  - পরিবারের জন্য: বংশধরদের কল্যাণে ওয়াকফ-আলাল আউলাদ।

২. ওয়াকফের প্রকারভেদ

- **পাবলিক ওয়াকফ:** সমাজের সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য, যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা বা কমিউনিটি হল।
- **প্রাইভেট ওয়াকফ (ওয়াকফ-আলাল আউলাদ):** ওয়াকিফের পরিবার বা বংশধরদের জন্য, তবে শেষ পর্যন্ত জনকল্যাণমূলক উদ্দেশ্য থাকতে হবে।
- **মিশ্র ওয়াকফ:** ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় উদ্দেশ্যে সমন্বিত।

SSRK DIGITAL

৩. ওয়াকফ নামা দলিলের প্রয়োজনীয় উপাদান

ওয়াকফ দলিল তৈরির সময় নিম্নলিখিত উপাদানগুলো অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

- **ওয়াকিফ (দাতা):**
  - ওয়াকিফের সম্পত্তির উপর পূর্ণ মালিকানা থাকতে হবে।
  - তিনি মানসিকভাবে সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে।
  - ওয়াকফ স্বেচ্ছায় এবং কোনো চাপ ছাড়াই করতে হবে।

- **সম্পত্তি:**
  - স্থাবর সম্পত্তি (জমি, ভবন) বা অস্থাবর সম্পত্তি (নগদ, শেয়ার) হতে পারে।
  - সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ (অবস্থান, আয়তন, মূল্য) দলিলে উল্লেখ করতে হবে।
- **উদ্দেশ্য:**
  - ওয়াকফের উদ্দেশ্য স্পষ্ট, শরিয়াহ সম্মত এবং আইনানুগ হতে হবে।
  - উদ্দেশ্য অবৈধ বা শরিয়াহ বিরোধী হলে ওয়াকফ বাতিল হতে পারে।
- **মতোয়াল্লী (পরিচালক):**
  - ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালনার জন্য নিয়োগকৃত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।
  - মতোয়াল্লীর নাম, দায়িত্ব ও ক্ষমতা দলিলে উল্লেখ থাকবে।
  - ওয়াকিফ নিজেও মতোয়াল্লী হতে পারেন।
- **সুবিধাভোগী:**
  - যারা ওয়াকফের সুবিধা পাবে (যেমন পরিবার, সমাজ, নির্দিষ্ট গোষ্ঠী) তাদের বিবরণ।
  - সুবিধাভোগীদের অংশ বা অগ্রাধিকার নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

৪. আইনি কাঠামো: পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিত

পশ্চিমবঙ্গে ওয়াকফ সম্পত্তি ও দলিল নিয়ন্ত্রিত হয় নিম্নলিখিত আইন ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে:

- **ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫:**
  - ভারত সরকারের এই আইন ওয়াকফ সম্পত্তির নিবন্ধন, পরিচালনা ও তদারকির নিয়ম প্রণয়ন করে।
  - দলিল অবশ্যই লিখিত হতে হবে এবং স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নিবন্ধিত হতে হবে।
- **পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ড:**
  - এই বোর্ড ওয়াকফ সম্পত্তির তালিকা, হিসাব, নিবন্ধন ও তদারকি করে।
  - ওয়াকফ দলিল তৈরির পর তা বোর্ডে জমা দিতে হয় এবং বোর্ডের অনুমোদন নিতে হয়।
- **শর্তাবলী:**
  - ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রি, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার হিসেবে বণ্টন করা যায় না।
  - ওয়াকফ একবার কার্যকর হলে তা সাধারণত বাতিল করা যায় না, তবে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে কিছু শর্ত পরিবর্তন সম্ভব।

SSRK DIGITAL

৫. ওয়াকফ দলিল তৈরির প্রক্রিয়া

পশ্চিমবঙ্গে ওয়াকফ নামা দলিল তৈরির ধাপগুলো নিম্নরূপ:

1. **সম্পত্তির মালিকানা যাচাই:**
   - ওয়াকিফের সম্পত্তির উপর পূর্ণ মালিকানা থাকতে হবে। এজন্য জমির দলিল, খতিয়ান, মিউটেশন সার্টিফিকেট ইত্যাদি যাচাই করতে হবে।
2. **দলিল রচনা:**
   - দলিলে সম্পত্তির বিবরণ, ওয়াকফের উদ্দেশ্য, মতোয়াল্লীর নাম, সুবিধাভোগীদের তালিকা এবং শর্তাবলী স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।
3. **সাক্ষী ও সত্যায়ন:**
   - কমপক্ষে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে দলিলে স্বাক্ষর করতে হবে।
4. **নিবন্ধন:**
   - স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে দলিল নিবন্ধন করতে হবে।
   - নিবন্ধনের সময় স্ট্যাম্প ডিউটি ও ফি প্রদান করতে হয়।
5. **ওয়াকফ বোর্ডে জমা:**
   - নিবন্ধিত দলিলের কপি পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ডে জমা দিতে হবে।
   - বোর্ড দলিল পরীক্ষা করে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত করে।

৬. মতোয়াল্লীর দায়িত্ব ও ক্ষমতা

- **দায়িত্ব:**
  - ওয়াকফ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা।
  - সম্পত্তির আয় সঠিকভাবে ওয়াকফের উদ্দেশ্যে ব্যবহার।
  - ওয়াকফ বোর্ডের কাছে নিয়মিত হিসাব জমা দেওয়া।
- **ক্ষমতা:**
  - সম্পত্তি লিজ দেওয়া বা ভাড়া দেওয়া (বোর্ডের অনুমতি সাপেক্ষে)।
  - ওয়াকফের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- **সীমাবদ্ধতা:**
  - মতোয়াল্লী সম্পত্তি বিক্রি বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারেন না।
  - দায়িত্বে অবহেলা বা অপব্যবহার করলে বোর্ড বা আদালত তাকে অপসারণ করতে পারে।

S S R K DIGITAL

৭. শর্তাবলী ও সীমাবদ্ধতা

- **স্থায়িত্ব:** ওয়াকফ স্থায়ী হতে হবে এবং সাধারণত বাতিল করা যায় না।
- **শরিয়াহ সম্মতি:** উদ্দেশ্য অবশ্যই শরিয়াহ ও ভারতীয় আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
- **সম্পত্তির প্রকৃতি:** ওয়াকফ সম্পত্তি অবৈধভাবে অর্জিত বা বিতর্কিত হলে ওয়াকফ বৈধ হবে না।
- **পরিবর্তন:** ওয়াকফের শর্ত পরিবর্তন বা সম্পত্তি ব্যবহারে পরিবর্তনের জন্য আদালত বা ওয়াকফ বোর্ডের অনুমতি প্রয়োজন।

৮. পশ্চিমবঙ্গে ওয়াকফ বোর্ডের ভূমিকা

- **নিবন্ধন:** সকল ওয়াকফ সম্পত্তি বোর্ডে নিবন্ধিত হতে হবে।
- **তদারকি:** বোর্ড সম্পত্তির অপব্যবহার রোধে নিয়মিত পরিদর্শন করে।
- **হিসাব:** মতোয়াল্লীকে বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব জমা দিতে হয়।
- **বিরোধ নিষ্পত্তি:** ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে বোর্ড বা ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল মীমাংসা করে।
- **উন্নয়ন:** বোর্ড ওয়াকফ সম্পত্তির আধুনিকীকরণ ও লাভজনক ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে।
- **পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ড:** 6/2, Madan Street, Kolkata – 700 072
- **ওয়েবসাইট:** https://auqafboardwb.org/

S S R K DIGITAL

ওয়াকফ আইনের অ আ ক খ

✍ Osman Mallick

১.ওয়াকফ কী : ওয়াকফ হল একটি সম্পত্তি যা আল্লাহর নামে দান করা হয়। একজন মুসলমান ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম স্বীকৃত - ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বা জনকল্যাণহিতে এই সম্পত্তি দান করতে পারেন। একবার দান করলে তা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

২. ওয়াকিফ কে? যিনি এই সম্পত্তি দান করেন তাঁকে বলে ওয়াকিফ আর সম্পত্তিটিকে বলে ওয়াকফ।

৩. ওয়াকফ নামা : ওয়াকফ নামা কী? ওয়াকফ নামা হল ওয়াকফ দলিল। এটি একটি লিখিত ডকুমেন্ট। ওয়াকফ সন্পত্তির সুবিধা কে কে পাবে অর্থাৎ কারা কারা এর বেনিফিশিয়ারি, তা এই Deed এ লেখা থাকে। এটি অনেক সময় লিখিত থাকে না, তখন প্রচলিত ব্যবহার অনুযায়ী বেনিফিশিয়ারি ঠিক হয়।

৪. মুতোয়ালি/মতোয়াল্লী কে : যিনি এই ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালনা করেন তাঁকে মুতোয়ালি বলা হয়। এটি ওয়াকফ নামা বা Deed এ লেখা থাকে। Deed না থাকলে প্রচলিত ব্যবহার অনুযায়ী ওয়াকফ বোর্ড বা ওয়াকফ ট্রাইবুনাল এটি ঠিক করে দেয়।

৫. ওয়াকফ বোর্ড কী - প্রতিটি রাজ্যে ওয়াকফ সম্পত্তি পঞ্জীকরণ ও পরিচালনার জন্য রাজ্য স্তরে যে সংস্থা থাকে তাই হল ওয়াকফ বোর্ড।

S S R K DIGITAL

৬. ওয়াকফ বোর্ডের সিদ্ধান্তে কেউ অখুশি হলে, তখন সেই ব্যক্তি ওয়াকফ ট্রাইবুনালে বিচার চাইতে পারে। এটি একটি Quasi Judicial প্রতিষ্ঠান।

৭. ওয়াকফ কাউন্সিল : কেন্দ্রীয় ভাবে এই সংস্থা সকল ওয়াকফ বোর্ড ও ওয়াকফের নীতি নির্ধারন করে।

ওয়াকফ আইনে কী কী পরিবর্তন এল? :

৮. ২০১৩ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র মুসলমান ব্যক্তিরাই ওয়াকফ করতে পারতেন। ২০১৩ সালে সরকার সংশোধনী এনে বলল, যেকোনো ধর্মের লোক ওয়াকফ করতে পারেন।

৯. ২০২৫ এর সংশোধনীতে বলা হয়েছে - যারা অন্তত ৫ বছর ধরে ইসলাম কবুল করেছেন অর্থাৎ জন্ম সূত্রে যে কোনো মুসলিম এবং ধর্মান্তরিত মুসলিম যারা অন্ততঃ ৫ বছর আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁরা এই ওয়াকফ করতে পারবেন।

১০. ২০২৫ সংশোধনীতে বলা হয়েছে কোনো তপশীল উপজাতিদের জমি ওয়াকফ করা যাবে না।

১১. এতদিন পর্যন্ত Section-40 অনুযায়ী কোনো সম্পত্তিকে, একতরফা ভাবে ওয়াকফ বোর্ড, ওয়াকফ ঘোষণা করে নিয়ে নিতে পারতো। এই ভাবে কোথাও জেলেদের গ্রামকে বা কোথাও চার্চকে বা মন্দিরকে এক তরফা ভাবে, ওয়াকফ বোর্ড ওয়াকফ ঘোষণা করতে গিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে - বর্তমানে এই সেকশন তুলে দেওয়া হল।

১২. এতদিন পর্যন্ত ওয়াকফ সম্পত্তি সার্ভের কাজটি করতো সার্ভে কমিশনার - নতুন আইনে এই কাজটি করবে জেলা শাসক বা কালেক্টর।

S S R K DIGITAL

১৩. এতদিন পর্যন্ত ওয়াকফ by Users ছিল। অর্থাৎ কোনো ডকুমেন্ট ছাড়াই কোনো জায়গায় মুসলিমরা নামাজ পড়লে, বা দরগা করলে, তা ওয়াকফ হিসেবে ঘোষণা করা যেত - এখন থেকে ওয়াকফ ঘোষণা করতে গেলে মালিকানার দলিল দরকার। মালিকানার দলিল ছাড়া ওয়াকফ ঘোষণা করা যাবে না।

১৪. ওয়াকফ সম্পত্তি, কী ওয়াকফ সম্পত্তি নয় - এতদিনে এই নিয়ে শেষ কথা বলতো ওয়াকফ বোর্ড, তারপরে dispute দেখা দিলে ওয়াকফ ট্রাইবুনাল। এবং সীমিত ক্ষেত্রে হাইকোর্টে যাওয়া যেত -

বর্তমানে ওয়াকফ নির্ধারণে জেলা শাসক বা কালেকটরের ভূমিকা মুখ্য। বিশেষ করে সরকারি কোনো সম্পত্তিকে ওয়াকফ করা হয়েছে কী না, তা জেলা শাসক ঠিক করবেন। ওয়াকফ সম্পত্তি ম্যানেজমেন্ট করে কিভাবে বেশি আয় করা যায় সেই ব্যাপারেও জেলা শাসকের ভূমিকা থাকবে। কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে যে কেউ ট্রাইবুনালের রায়ে অসন্তুষ্ট হলে হাইকোর্ট যেতে পারবে।

১৫. পূর্বে ওয়াকফ ঘোষণার ক্ষেত্রে কোনো পাবলিক নোটিশ দেওয়া হত না। বর্তমানে ওয়াকফ হিসেবে নথিভুক্ত করতে গেলে পাবলিক নোটিশ দিতে হবে। তারপরে কেউ আপত্তি জানালে তার বক্তব্য শুনতে হবে। তারপরে তা নথিভুক্ত হবে ও রেকর্ডেড হবে।

১৬. পূর্বে ওয়াকফ নথিভুক্ত হত ওয়াকফ বোর্ডের কাছে। বর্তমানে তা অনলাইনে নথিভুক্ত করতে হবে। সবার সামনে উন্মুক্ত থাকবে এই পোর্টাল। এখানে উপযুক্ত মালিকানার নথি সহ নথিভুক্ত করতে হবে।

১৭. ওয়াকফ বোর্ড বা ওয়াকফ কাউন্সিলে কী পরিবর্তন এসেছে - হ্যাঁ এক্ষেত্রে দুজন নন মুসলিম ও দুজন মহিলা সদস্য রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মূলত ওয়াকফ বোর্ডের কাজকে সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য এই পরিবর্তন আনা হয়েছে। আফগানি ও বরা সম্প্রদায়ের জন্য Representaion এর কথা বলা হয়েছে।

S.S.R.K DIGITAL

১৮ - হিন্দু বোর্ডের ক্ষেত্রে কী এরকম অহিন্দু সদস্য রাখার ব্যবস্থা আছে : ওয়াকফ বোর্ডের মত বা ওয়াকফ কাউন্সিলের মত কোনো সংগঠন হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত নেই। তামিলনাড়ু বা কর্নাটকের মত কিছু রাজ্যে মন্দিরের ট্রাষ্টি বোর্ড নিয়ন্ত্রণের সংস্থা থাকলেও, বেশিরভাগ রাজ্যে বা কেন্দ্রে এরকম কোনো সংস্থা নেই। যা আছে আঞ্চলিক স্তরে ট্রাস্ট বোর্ড বা সেবাইত।

১৯. ওয়াকফ বোর্ডের সম্পদ ও আয় কেমন : ওয়াকফ বোর্ডের মোট সম্পত্তি প্রায় ৯ লক্ষ এবং তার পরিমান ১০ লক্ষ একর জায়গা। বার্ষিক আয় হওয়ার কথা ৯ থেকে দশ হাজার কোটি টাকা। আর এখন আয় হয় বছরে দুশো কোটি টাকার মত। সেনাবাহিনী ও রেলের পরেই ওয়াকফের সম্পদ। বেশিরভাগ সম্পদ ওয়াকফ বোর্ডের মদতে বেহাত ও লুঠ হয়েছে। আত্মসৎ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ওয়াকফ সম্পত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের আয়ে ওয়াকফ বোর্ডের কর্মচারীদের বেতন দিতে পারেনা। সরকারকে অনুদান দিতে হয়। বর্তমানে ইমাম মোয়াজ্জিন ভাতা ওয়াকফ বোর্ড দিলেও, সেই টাকা তার আয় থেকে দেওয়া যায় না । সেই টাকা সরকার অনুদান হিসেবে বোর্ডকে দেয়।

২০. এই আইনে কী ওয়াকফ সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার সুযোগ আছে? বলে রাখি এই এই আইনে সরকারি সম্পত্তি ছাড়া, পূর্বে যা ওয়াকফ হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে, সেই সব সম্পত্তি পূর্বের ন্যায় ওয়াকফ থাকবে। কেড়ে নেওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই।

২১. এই আইনে বেনিফিসিয়ারির পরিবর্তন হচ্ছে কী? না। এই আইনে আগের মতই সুবিধাভোগীরা সুবিধা পাবে। কেবল ম্যানেজমেন্ট এ পরিবর্তন আনা হয়েছে।

২২. নতুন আইনে প্রতিবছর হিসেব ও অডিট করতে হবে।

২৩। নতুন আইনে কাদের অসুবিধে? এতদিন যারা ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতাকে হাতিয়ার করে, ওয়াকফ সম্পত্তি লুঠ করতো, তাদের এতে বিপদ। তারাই সাধারণ মুসলিমদের ভুল বুঝিয়ে পথে নামিয়েছে।

S S R K DIGITAL

২৪. মহিলাদের উত্তরাধিকার : ওয়াকফ আল আউলাদের ক্ষেত্রে মেয়েদের ব্যাপারটি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে। অনেক সময় এইভাবে ওয়াকফ করা হয় যে যতদিন তার উত্তরাধিকারী থাকবে তারা ওয়াকফ সম্পত্তির বেনিফিসিয়ারি হবে। কিন্তু উত্তরাধিকারী কেউ না থাকলে সম্পত্তি ওয়াকফ হয়ে যাবে। এরকম অনেক ক্ষেত্রে মহিলা উত্তরাধিকারীর দাবীকে অগ্রাহ্য করে ওয়াকফ করা হয়েছে। বর্তমানে আর তা করা যাবে না। কোনোভাবেই মহিলা উত্যরাধিকারীর, অংশ অগ্রাহ্য করে ওয়াকফ করা যাবে না। করলেও বর্তমান আইনে ঐ মহিলা তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার দাবী করতে পারবেন।